অযাহাক্বাল বাত্বিল
পরিশিষ্ট

কতিপয় বিভ্রান্তি ও তার নিরসন

১। আহলে হাদীস ইংরেজের আওলাদ

সালাফী বা আহলে হাদীস ইংরেজদের তৈরি কোন ফির্কা নয়, যেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অপবাদ-রচয়িতা অনেক ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মযহাব বাঁচানোর লক্ষ্যে তার 'বদনাম' রটিয়ে থাকে।

উপমহাদেশে সালাফ এসেছেন সেই সাহাবাদের যুগেই। তাঁরা ফিকাহ আনেননি, এনেছিলেন কুরআন ও হাদীস।

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

"সর্বকালে আমার উম্মতের একটি দল হকের সাথে বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা উপেক্ষা (অথবা বিরোধিতা) করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত) এসে উপস্থিত হবে।" (মুসলিম ৫০৫৯নং, প্রমুখ)

তিনি আরো বলেন,

إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

"শামবাসী অসৎ হয়ে গেলে তোমাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। আর চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(আহমাদ ১৫৫৯৭নং)*

আলী বিন মাদীনী বলেন, 'তাঁরা হলেন আহলে হাদীস; যাঁরা রসূলের মযহাব যত্নের সাথে অনুসরণ করেন। তাঁরা ইল্মের প্রতিরক্ষা করেন। তাঁরা না থাকলে মু'তাযিলা, রাফেযাহ, জাহমিয়্যাহ, মুর্জিয়াহ ও আহলে রায়দের নিকট কোন সুন্নাহ থাকত না। (শারাফু আহলিল হাদীস)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন,

إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ ؟

অর্থাৎ, তাঁরা যদি আহলে হাদীস না হন, তাহলে জানি না যে, তাঁরা কারা?

কাযী ইয়ায বলেছেন,

إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

অর্থাৎ, (ইমাম) আহমদের উক্ত কথার উদ্দেশ্য হল আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ এবং যারা আহলে হাদীসের মযহাবে বিশ্বাসী। (শারহুন নাওয়াবী ১৩/৬৭)

উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ জামাআত সর্বকালে, সর্বযুগে, চিরকালের জন্য হকপন্থী থাকবে। যে জামাআত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। তার মানে মহানবী ﷺ-এর যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং সে জামাআত মহানবী ﷺ-এর যুগে ছিল। সাহাবাদের যুগে সে জামাআত ছিল। তাবেঈনদের যুগে সে জামাআত ছিল। তাবা-তাবেঈনদের যুগেও সে জামাআত বর্তমান ছিল। তাহলে ঐ জামাআত বলতে কি 'হানাফী জামাআত' উদ্দিষ্ট হতে পারে? কারণ ৮০-১৫০ হিজরীর আগে তার অস্তিত্ব ছিল না। 'মালেকী জামাআত' উদ্দিষ্ট হতে পারে না, কারণ ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সন ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। 'শাফেয়ী জামাআত' উদ্দিষ্ট হতে পারে না, কারণ শাফেয়ী জামাআত তারও পরে। 'হাম্বলী জামাআত'ও উদ্দিষ্ট হতে পারে না, কারণ তা তো আরো পরের উদ্ভূত। সকল প্রকার ফির্কা ও মযহাব সৃষ্টির আগেও সে জামাআত বর্তমান ছিল। যেদিনে চার মযহাবের মধ্যে কোন এক মযহাবের তাক্বলীদ করা ফরয হওয়ার উপর মযহাবীদের ইজমা হয়, তার আগে এবং পরেও সে জামাআত বর্তমান ছিল ও আছে।

বিপরীতগামী চার মযহাবই যদি হকপন্থী হয়, তাহলে তা উদ্দিষ্ট নয়, যেহেতু হাদীসে 'একটি ফির্কা, দল বা জামাআত'-এর কথা বলা হয়েছে, চারটি নয়।

সেই জামাআতের নিদর্শন সম্বন্ধে মহানবী ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিস্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

ফির্কাহ নাজিয়াহ'র নাম না ক'রে মহানবী ﷺ সে ফির্কা বা জামাআতের মতাদর্শ বর্ণনা করেছেন। যে মতাদর্শ কেবল আসহাবুল হাদীস ও মুহাদ্দিসীন এবং তাঁদের অনুসারীদের আছে।

তাঁদের মযহাব ও মসলাক সম্বন্ধে আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লখনবী (রঃ) সাহেব বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টিতে বিচার করবে এবং অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থেকে ফিক্হ ও উসূলের দরিয়ায় ডুব দেবে, সে প্রত্যয়ের সাথে জানতে পারবে যে, যে সকল ফুরূ ও উসূলের মাসায়েলে উলামাগণ মতভেদ করেছেন, তার অধিকাংশে মুহাদ্দিসদের মযহাব অন্যান্যদের তুলনায় বলিষ্ঠ। আমি যখনই কোন বিতর্কিত মাসআলার উপত্যকায় বিচরণ করি, তখনই মুহাদ্দিসদের উক্তিকে ন্যায়পরায়ণতার অধিক নিকটবর্তী পাই। সুতরাং তাঁদের আমল কতই না সুন্দর! আল্লাহ তাঁদেরকে নেক প্রতিদান দিন। কেন নয়? যেহেতু তাঁরাই হলেন নবী ﷺ-এর প্রকৃত ওয়ারেস এবং তাঁর শরীয়তের সত্যিকার নায়েব। আল্লাহ যেন তাঁদের সাথে আমাদের হাশর করেন এবং তাঁদের ভালবাসা ও চরিত্রের উপর আমাদের মৃত্যুদান করেন। *(ইমামুল কালাম ১৫৬পৃঃ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৬৯)*

সুতরাং আহলে হাদীস, আসহাবুল হাদীস মুহাদ্দিসীন ও তাঁদের অনুসারীরা আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। বলা বাহুল্য, আহলে হাদীসকে ইংরেজের আওলাদ বলা মিথ্যা অপবাদ নয় কি? উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে নিজেদের মযহাব বাঁচিয়ে রাখার পাপময় অপচেষ্টা নয় কি?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথার অসারতাও প্রমাণ হয় যে, 'এক শত বছর আগে ভারতবর্ষে আহলে হাদীসের অস্তিত্ব ছিল না।' অবশ্য উদ্দেশ্য যদি 'সংগঠন' হয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

'আহলে হাদীস' সংগঠন হিসাবে উপমহাদেশে হয়তো পরিচিতি লাভ করল ইংরেজদের যুগে। কিন্তু অন্যান্য দেশে তো সেই জামাআত ছিল এবং আজও আছে? প্রত্যেক দেশে গিয়ে তো ইংরেজ ঐ জামাআতের নাম 'আহলে হাদীস' রেখে আসেনি। তাহলে পুরো আহলে হাদীসের মতাদর্শের অনুসারীদেরকে 'ইংরেজের আওলাদ' বলা লম্বা জিভের কথা প্রমাণ হয় নাকি?

পক্ষান্তরে মযহাবীদের অনেকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলেছেন, 'আরে! ওদের আকাবেরদের একজন ইবনে হায্ম। তিনি গান-বাজনাকে হালাল বলেছেন।'

আর তিনি ছিলেন ৩৮৩-৪৫৬ হিজরীর মযহাব-বিরোধী অন্যতম ইমাম। সুতরাং তাঁর কথা অনুসারেও আহলে হাদীস ১০০ বছরের আগেও বর্তমান ছিল।

ওঁদের অনেকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে 'আহলে হাদীস' গায়র মুক্বাল্লেদদের ইমাম বলে থাকেন। আর তিনি হলেন ৬৬১-৭২৮ হিজরী সনের ইমাম।

আহলে হাদীসকে 'ওয়াহাবী'ও বলে থাকেন ওঁরা। আর যাঁর নামের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে তা বলা হয়, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ছিলেন ১১১৫-১২০৬ হিজরী সনের মুজাদ্দিদ।

সুতরাং 'আহলে হাদীসরা ইংরেজের আওলাদ বা ইংরেজের বাচ্চা' বলার মানেই হল মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কোন সন্তানকে 'হারামীর বাচ্চা' বলে গালি দেওয়ার মতো। এমন গালি চোয়াড় ছাড়া কোন আলেমের মুখে শোভা পায় না।

যেখানে প্রতিপক্ষের দলীল শেষ হয়ে যায়, সেখানে সে গালাগালি শুরু ক'রে দেয়। অথচ মহানবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

২। ওঁরা বলেন, 'আসহাবুল হাদীস' মানে কেবল মুহাদ্দিসীনকে বুঝানো হয়।

অর্থাৎ, যাঁদের কাছে হাদীসের ইল্ম আছে কেবল তাঁরাই সাহায্যপ্রাপ্ত দল, কেবল তাঁরাই ফির্কাহ নাজিয়াহ। আশা করি, জ্ঞানিগণ মানবেন যে, যারা তাঁদের অনুসরণ ক'রে সহীহ হাদীস ভিত্তিক আমল করে, তারাও তাঁদেরই দলভুক্ত। আম জনসাধারণ মুহাদ্দিসীন না হলেও তারা তাঁদের আদর্শ অনুসারে চলে। তাই তারাও

'আহলে হাদীস'। যেমন আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান) বলতে তাদের উলামা ও আম জনসাধারণকে বুঝানো হয়।

৩। ওঁরা নিজেদের মযহাবী মতাদর্শ বহাল রাখার মানসে বলেন যে, 'মুহাদ্দিসীনগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন।'

আমরা বলি, তাঁরা কেউ তথাকথিত অর্থে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। কারণ তাঁদের কেউ কেউ কোন কোন ইমামের উক্তিকে প্রাধান্য দিলেও সর্ববিষয়ে তাঁরা কোন এক ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ করতেন না। আর এ আলোচনা মূল পুস্তিকায় (৪৭-৪৮পৃষ্ঠায়) আলোচিত হয়েছে।

উপমহাদেশের আহলে হাদীসরা যেমন নিজেদের মাদ্রাসায় হানাফী ফিক্হ অধ্যয়ন করে, তেমনি তাঁরাও তাঁদের সমসাময়িক পরিবেশে যে মযহাব পেয়েছেন, সে মযহাবের কোন কোন উক্তির সমর্থন ক'রে থাকতে পারেন। তা বলে তাঁরা নির্দিষ্ট কারো অন্ধ 'মুক্বাল্লিদ' ছিলেন না। কারণ, তাঁরা হাদীসের অনুসরণ করতেন এবং তা করতে গিয়ে ইমামের তাক্বলীদ বর্জন করেছেন। আর ইমামগণও বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।'

উপরোক্ত আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লখনবী (রঃ) সাহেবের অভিজ্ঞতালব্ধ বাণী থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুহাদ্দিসীনদের মযহাব পৃথক ছিল।

(আরো দেখুনঃ মূল পুস্তিকার ৪৭-৪৮পৃঃ)

৪। আহলে হাদীসকে দেশের লোকের কাছে ছোট করার জন্য আরো একটি কথা ঢাক পিটিয়ে বলে থাকেন, 'ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিল আহলে হাদীস সালাফীরা।'

ইতিহাসের ছাত্ররা নিশ্চয় এ কথার মিথ্যায়ন করবেন। যেহেতু তাঁরা জানেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয় 'ওয়াহাবী আন্দোলন, ফারাযী আন্দোলন' ইত্যাদি নাম প্রসিদ্ধ আছে। আর এখান থেকেও বুঝা যায় যে, আহলে হাদীস ইংরেজদের আগে থেকেই বর্তমান ছিল।

তবে ওঁদের অনেকের মতে, 'আহলে হাদীস নামটি ইংরেজ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।' সুতরাং দ্বিতীয় অপবাদকারীর বক্তব্য, 'আহলে হাদীস ইংরেজদের দেওয়া নাম' ভ্রান্তি ও অপবাদ ছাড়া কিছু নয়।

ইংরেজরা যদি 'আহলে হাদীস' নাম দিয়ে থাকে, তাহলে আমরা সে নাম নিয়ে গর্বিত। তারা হয়তো-বা প্রকৃতত্ব জেনে এই নাম চয়েস করেছিল।

'বলে পারলাম না কলে মারব, হাতে পারলাম না ভাতে মারব'---এই নীতি অবলম্বন ক'রে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, আহলে হাদীস নাকি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিপক্ষে ছিল। তাই যদি থাকে, তাদের কোন কোন আলেম যদি জিহাদ-বিরোধী ফতোয়া দিয়েও থাকে, তাহলে কি গোটা জামাআতের মতাদর্শটাই 'গোমরাহ' বা 'ভ্রান্ত' হয়ে যাবে। হিন্দু-মুসলিমদের অনেকেই সে সময় ইংরেজদের গোলামি করেছে, অনেকে হয়তো ইজতিহাদবশে জিহাদ-বিরোধী ফতোয়াও দিয়েছে, তা বলে জামাআতের অন্যান্য উলামাগণের ফতোয়াকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে জামাআতকে দেশদ্রোহী প্রমাণ করতে অপচেষ্টা করা সত্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আসলে 'ডুবতে হুয়ে কো তিনকে কা সাহারা।' যা পাওয়া গেছে, তাই নিয়ে বদনাম করা গেলেই তো বাজিমাত! আর 'চিল পড়লে কুটাটাও নিয়ে ওঠে' তাই।

হতে পারে একটি বিষয় নিয়ে নানা মত। কোন এক অশুভ আশঙ্কায় ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান হওয়ার বিরোধী ছিলেন অনেক উলামা। কোন ভয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন অনেক উলামা। ইস্রাঈলের সাথে সন্ধি করা ও না করায় মতভেদ ছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকী সৈন্যের সাহায্য নিয়ে কুয়েত স্বাধীন করা ও না করার ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল। তা বলে কি তাদের মসলাকটাই ভ্রান্ত হয়ে যাবে?

আহলে হাদীসদের মধ্যে মু'তাযিলাপন্থীও থাকতে পারে। যেমন প্রত্যেক ফির্কাতেই নাস্তিক, মুনাফিক ও ফাসিক থাকতেই পারে। তা বলে ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে কোন দাওয়াত-পদ্ধতি বা বিশুদ্ধ নীতির বদনাম করা চলে? দলের ২/১টা লোক নীতি-বিরোধী হলে কি দলটাই খারাপ হয়ে যায়?

কাদিয়ানীরা একই ফতোয়া দিয়েছিল বলে কি তাদের সাথে তুলনা ক'রে কুরআন-হাদীসপন্থী নবুঅতের আকীদায় সমবিশ্বাসীদেরকে ভ্রষ্ট প্রমাণ ক'রে তাদের ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজকে সাবধান ও সতর্ক করতে হবে?

তবে আহলে হাদীসের ভয় পাওয়া উচিত নয়, যেহেতু তাদের ইমামে আ'যম মহানবী ﷺ বলেছেন, "তাদেরকে যারা উপেক্ষা (অথবা বিরোধিতা) করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"

৪। চার মযহাবের ইমাম চার নবীর মতো? চার ইমামই হকপন্থী। যেমন সকল নবীর প্রতি ঈমান রাখা জরুরী, কিন্তু তাঁদের সকলের শরীয়ত মানা বৈধ নয়। কারণ শেষনবী ﷺ-এর শরীয়ত তাঁদের শরীয়তকে মনসূখ ক'রে দিয়েছে। অনুরূপ ইমামে আযমের ফিক্হ ও মসলাক সকল মসলাককে মনসূখ ক'রে দিয়েছে!

আর এ কথার দলীল দেখুন, 'নিশ্চিত হিদায়া কিতাবখানা পবিত্র কুরআনের মত। নিশ্চয় এটা তার পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থরাজিকে রহিত (বাতিল) করে ফেলেছে।' (হিদায়া মোকাদ্দামা-আখেরাইন ৩য় পৃঃ, হিদায়া ৩য় খন্ড ২য় ভলিয়ম পৃঃ ৪ আরবী, মাদ্রাসার ফাযেল ক্লাসের পাঠ্য হিদায়ার ভূমিকা পৃঃ ৬)

হানাফী ইমাম কারখী বলেছেন,

كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই আয়াত, যা আমাদের মযহাবপন্থীদের মযহাবের পরিপন্থী, তা হয় ব্যাখ্যেয়, না হয় মনসূখ (রহিত)। আর প্রত্যেক অনুরূপ হাদীসও ব্যাখ্যেয় অথবা রহিত!! *(আদ্দুর্রুল মুখতার ১/৪৫ টীকা, আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহ, আলবানী ১/৮৮)*

কিন্তু প্রত্যেক নবীর পৃথক পৃথক শরীয়ত ছিল। চার ইমামের শরীয়ত তো একটিই। তার কিছু রহিত বা বাতিল হলে মহানবী ﷺ-এর যুগেই হয়েছে। ইমামদের গত হওয়ার পর তা কীভাবে নাসেখ-মনসূখ (রহিতকারী ও রহিত) হয়ে গেল, সে কথা বোধগম্য নয়।

গ্রন্থ পরের হলেও মযহাব ও মাসায়েল আগের, তাহলে আগের মাসায়েল পরের মাসায়েলকে মনসূখ করে কীভাবে? যেহেতু নিয়ম হল, পরের মাসায়েল আগের মাসায়েলকে মনসূখ করে। পক্ষান্তরে এ কথাও বলা হয় যে, চারজন ইমামই হকপন্থী!

সঠিক যুক্তিতে রহিত বা বাতিল হতে হলে হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মযহাবের সমস্ত মাসায়েল রহিত ও বাতিল হওয়া দরকার। যেহেতু সর্বশেষ ইমাম হলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল। (রাহিমাহুমুল্লাহু জামীআন।)

বলা বাহুল্য, সঠিক কথা এই যে, যা নবুঅতের যামানায় মনসূখ হয়েছে, তাই রহিত ও বাতিল। তার পরবর্তীকালে শরীয়তের কোন অংশ মনসূখ হতে পারে না। মযহাব-বিরোধী হলেই চোখ বন্ধ ক'রে তা মনসূখ জ্ঞান করাও সঠিক নীতির দ্বীনদারী নয়।

বড় দুঃখের বিষয় যে, বহু মানুষ নিজেদের বলনে-বচনে বড় অতিরঞ্জন ক'রে থাকে।

'নবী কো যো চাহেঁ খোদা কর দিখায়েঁ,
ইমামুঁ কা রুত্বা নবী সে বরহায়েঁ।'

৫। ইমামে আ'যমের অনুকরণ যে করে না, সে গাধা!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার মনে কি ভয় হয় না যে, মহান আল্লাহ তার মাথা, গাধার মাথায় পরিণত ক'রে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি ক'রে দেবেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

কোন কোন অভদ্র মযহাবী উক্ত হাদীস উল্লেখ ক'রে এই শ্রেণীর মন্তব্য ক'রে থাকে। অথচ সে হয়তো জানে যে, ইমাম ভুল ক'রে নামাযে কম-বেশি কোন আমল করলে তাঁকে সতর্ক করা জরুরী। বেশি নামায পড়লে তাঁর অনুসরণ বৈধ নয়। বরং জেনেশুনে অতিরিক্ত রাকআতে তাঁর অনুসরণ করলে নামায বাতিল গণ্য হয়।

পক্ষান্তরে মযহাবের ইমাম ইমামে আ'যমের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে যদি ইসলাম ও আম্বিয়াগণের ইমাম ইমামে আ'যম মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতা হয়, তাহলে তা মযহাবের ইমামের কথারও বিরোধিতা হবে। যেহেতু তিনি বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' সুতরাং সে ক্ষেত্রে 'গাধা' হওয়ার ব্যাপারটা কার জন্যে প্রয়োগ করবে ঐ ব্যক্তি?

(আরো দেখুন ঃ মূল পুস্তিকার ২২-২৩পৃঃ)

৬। আহলে হাদীস বুখারীর মুক্বাল্লিদ, আলবানীর মুক্বাল্লিদ.....।

আসলে তাকলীদের মৌলিক অর্থ এবং অন্ধ অনুকরণ ও ইত্তিবা বা অনুসরণের অর্থ না বুঝে অনেকে এই শ্রেণীর মন্তব্য ক'রে থাকে। বলা বাহুল্য, গায়র মুক্বাল্লিদ নির্দিষ্ট কারো মুক্বাল্লিদ নয়। গায়র মুক্বাল্লিদ কুরআন-

হাদীস বুঝতে ও মানতে নির্দিষ্ট কারো তাকলীদ করে না। বরং আহলে হাদীস সে ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈন, আয়িম্মা ও ফুক্বাহার অনুসরণ করে। অতঃপর যেটি সহীহ দলীলের অধিক নিকটবর্তী পায়, তার অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(যুমার ঃ ১৭- ১৮)*

আহলে হাদীস যে ইমাম বুখারীর মুক্বাল্লিদ নয়, সে কথা স্বীকার ক'রে বহু উদাহরণ পেশ করেছেন 'আহলে হাদীস ফিরকার গোপন কথা'র লেখক এম. এম. রশিদী সাহেব।

অনেকে এ কথাও উল্লেখ ক'রে থাকেন যে, আহলে হাদীস আল্লামা আলবানীর অন্ধানুকরণ করে না। যেহেতু বহু মাসায়েলে তারা তাঁর ফতোয়ার বিপরীত মত অনুসরণ ক'রে থাকে।

৭। আহলে হাদীস কিয়াস মানে না।

যে সমস্যার সমাধানে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট উক্তি নেই, অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত কথা বলে, সে সমস্যার কথা উল্লেখ ক'রে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হাদীস পেশ করতে বলে। অথচ অভিজ্ঞ মযহাবীরাও জানেন যে, আহলে হাদীসও কিয়াস মানে। তবে সহীহ হাদীসের ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেয় না। পানি না পাওয়া গেলে ওযূর জায়গায় তায়াম্মুম ব্যবহার করে, কিন্তু পানি সামনে এলে তায়াম্মুম বাতিল মনে করে।

৮। আহলে হাদীস গায়র-মুক্বাল্লিদরা মুক্বাল্লিদ মযহাবীদেরকে 'মুশরিক' মনে ক'রে থাকে।

অথচ বাস্তব তার বিপরীত। মুক্বাল্লিদ মানেই মুশরিক নয়। অধিক জানতে মূল পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। (২৩-২৬, ৪৯পৃঃ)

৯। ওঁদের অনেকে বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস কেন বল?'

আমরা 'মুসলিম' হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বা 'মহামেডান' বলি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার জন্য।

কিন্তু মহামেডানদের মধ্যে অনেক বিদআতীও আছে। তাই বিদআতী সম্প্রদায় থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার জন্য বলে থাকি, 'আহলে সুন্নাহ।'

আর মহানবী ﷺ-এর 'সুন্নাহ' জানা যায় তাঁর হাদীস থেকে, তাঁর সুন্নাহ গ্রহণ করে সহীহ হাদীস থেকে। তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

আহলে হাদীস রায় ও কিয়াসের উপর 'হাদীস'কে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

কোন ব্যক্তির অন্ধানুকরণ না ক'রে ব্যক্তির কথার উপর হাদীসকে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

হাদীসের কোন কথা আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানের বাইরে মনে হলেও জ্ঞানের উপর সহীহ হাদীসকে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

মতবিরোধপূর্ণ ফিক্বহী মাসায়েলে ফুক্বাহাদের মতামতের উপরে মুহাদ্দিসীনদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

১০। হাদীসে নবী ﷺ-এর সুন্নত অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, হাদীস নয়। অতএব 'আহলে সুন্নত' না বলে 'আহলে হাদীস' বলা সঠিক নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার সুন্নতকে মজবূত ক'রে ধর।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

"যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নত।" (হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)

মহানবী ﷺ-এর বাণীকে হাদীস বলা হয়। এ বাণী আবার দুই প্রকার ঃ যে বাণী আল্লাহর অহী-ভিত্তিক, তার উপর আমল করা ওয়াজেব। আর যা অহী-ভিত্তিক নয়, তা মান্য করা জরুরী নয়।

তাঁর কর্ম ও মৌন-সম্মতিকেও হাদীস বলা হয়।

কিছু কিছু হাদীস আছে, যা উম্মতের জন্য পালন করা বৈধ নয়। সে আমলের হাদীস কেবল মহানবী ﷺ-ই ক'রে গেছেন। যেমন একই সাথে নয়টি স্ত্রী রাখার হাদীস। তা কোন উম্মতী করতে পারে না, তা হাদীসে থাকলেও উম্মতীর জন্য পালনীয় সুন্নত নয়। এই জন্য 'হাদীস' কথাটি আম। আর 'সুন্নাহ' কথাটি খাস। আর সুন্নাহর বিশেষ অর্থ হল তরীকা বা আদর্শ। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমরা আমার সুন্নাহ, সুন্নত, তরীকা বা আদর্শকে শক্তভাবে ধারণ কর।' 'হাদীসকে ধারণ কর' বলা হয়নি। যেহেতু তা বলা হলে সকল হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজেব হয়ে যেত। আর তা সম্ভব ছিল না।

পক্ষান্তরে তাঁর সুন্নত ও আদর্শ জানার মাধ্যম হল হাদীস। আর হাদীসই বলতে পারে, তাঁর কোন্ বাণী ও কর্ম আমাদের জন্য সুন্নত বা আদর্শ। হাদীসই হল কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই 'আহলে হাদীস' বলা ভুল নয়।

কোন সমস্যার সমাধানের সময় মযহাবী উলামাগণ নিজ নিজ ফিকাহ-গ্রন্থ থেকে সমাধান খোঁজেন, কিন্তু আহলে হাদীস উলামাগণ হাদীস থেকে তার সমাধান খোঁজেন। তাই আহলে ফিক্বহের মোকাবেলায় 'আহলে হাদীস' নাম ভুল নয়।

মযহাবীগণ নিজেদের ফিক্বহের মযহাব ও সমাধানকে বহাল রাখতে তার দলীল পেশ করেন হাদীস থেকে। সেটা যয়ীফ বা জাল হলেও মযহাব ও সমাধান পরিবর্তন করতে পারেন না। কিন্তু আহলে হাদীস কোন হাদীস যয়ীফ বা জাল হলে সমাধান পরিবর্তন করে এবং কেবল সহীহ হাদীসের উপর আমল করে। সকল আয়েম্মার নীতি ছিল অনুরূপ। তাই আহলে মযহাবের মোকাবেলায় 'আহলে হাদীস' নাম ভুল নয়।

আহলে হাদীস মানে তারা কুরআন মানে না, তা নয়। কারণ হাদীসেই কুরআন মানতে বলা হয়েছে। আর কুরআনের বাণীও এক অর্থে হাদীস। সুতরাং যে হাদীস মানবে, সে কুরআন অবশ্যই মানবে। কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে 'আহলে হাদীস' বলে পরিচয় দেওয়া ভুল নয়।

আহলে হাদীস এ কথা জানে যে, ফিক্বহের অধিকাংশ মাসায়েলে দলীল আছে। কিন্তু সে দলীল যয়ীফ হলে এবং তার মোকাবেলায় সহীহ হাদীস থাকলে, আহলে হাদীস সহীহ হাদীস গ্রহণ করে। দলীলে কোন সাহাবার উক্তি বা আমল থাকলে এবং তার মোকাবেলায় রসূল ﷺ-এর সরাসরি কোন উক্তি বা কর্ম থাকলে, আহলে হাদীস সাহাবার আষারের মোকাবেলায় রসূল ﷺ-এর হাদীসকে প্রাধান্য দেয়। এই হিসাবেও 'আহলে হাদীস' নাম ভুল নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٣٣) سورة فصلت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি? (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)

{إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٩١) سورة النمل

অর্থাৎ, আমি তো এ নগরীর প্রতিপালকের উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের একজন হই। (নাম্‌ল ঃ ৯১)

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর,

যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ ঃ ৭৮)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ করছি; যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। রাষ্ট্রনেতার কথা শুনবে, তার আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং (একই রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে) জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস করবে। যেহেতু যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ জামাআত থেকে দূরে সরে যায়, সে আসলে ফিরে না আসা পর্যন্ত ইসলামের রশিকে নিজ গলা থেকে খুলে ফেলে দেয়। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাক ডাকে, সে আসলে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে?' তিনি বললেন, "যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর (নামে) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম, মু'মিন'।" *(ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী ২৮৬৩নং)*

কিন্তু পরবর্তী যুগে 'মুসলিম' নাম নিয়ে অনেক 'অমুসলিম'-দের অনুপ্রবেশ ঘটে। 'মুসলিম' বললে নকল ও ভেজালমার্কা মুসলিমদের মধ্য থেকে প্রকৃত মুসলিমকে পার্থক্য করা যেত না। পরবর্তীতে ফির্কাবন্দির জালে ইসলাম বন্দী হয়ে পড়লে মূল ইসলামের অনুসারীদেরকে (শিয়া প্রভৃতি) আহলে বিদআর মোকাবেলায় 'আহলে সুন্নাহ' নাম নিতে হয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী খাওয়ারেজদের মোকাবেলায় 'আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ' বলে পরিচয় দিতে হয়েছে। তেমনি পরবর্তীতে হাদীসের উপর ব্যক্তির আক্কেল, রায়, কিয়াস, যুক্তি, জাল ও যয়ীফ হাদীস প্রাধান্য পাওয়ার যুগে সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদেরকে 'আহলে হাদীস' নাম নিতে হয়েছে।

১১। আহলে হাদীস আয়েম্মা ও ফুক্বাহা (রাহিমাহুমুল্লাহ)কে গালি দেয়।

সত্যপক্ষে আহলে হাদীস যারা, তারা কোন দিনই তাঁদেরকে গালি দিতে পারে না। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক দলেই এক শ্রেণীর গোঁড়া মানুষ থাকে, তারাই পরস্পরকে গালাগালি করে। তাছাড়া আহলে হাদীসের আক্বীদা হল, সকল ইমামই আহলে সুন্নাহ বা হাদীস ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণকে তাঁরা ওয়াজেব জানতেন এবং সবাই এতে একমত ছিলেন। তাঁরা এ কথাও জানতেন যে, রসূলের কথা ছাড়া বাকী অন্য কোন সাহাবী, তাবেয়ী ইমাম বা আলেমের কথা মান্যও হতে পারে এবং অমান্যও। কিন্তু তাঁরা মা'সুম ছিলেন না, মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদের কোন ফায়সালা ভুল হলে একটি এবং ঠিক হলে দু'টি নেকীর তাঁরা হকদার হন। সুতরাং যাঁরা নেকীর হকদার, তাঁদেরকে গালি দেওয়ার কোন প্রসঙ্গই আসে না। তাছাড়া মহানবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

১২। আহলে হাদীস নফসের ইত্তিবা করে!

এটিও একটি গায়ের ঝাল-ঝাড়া অপবাদ। আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন মযহাবের তাক্বলীদ করে না বলে, তারা সুবিধাবাদী নফসের পূজারী নয়। একই বিষয়ে উলামাগণের বহুমত থাকলে সেই মতকেই তারা গ্রহণ করে, যা সহীহ দলীল ভিত্তিক এবং বলিষ্ঠ। কক্ষণই সে মত গ্রহণ করে না, যা নিজেদের মনঃপূত ও যাতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা হয়। কার মত গ্রহণ করা হবে, তা নিয়েও নিজের বিবেক-বিবেচনাকে কাজে লাগাতে হবে। কোন্ আলেম ইল্‌ম ও আমলে বড়, তা নির্বাচন করতে হবে সুস্থ মন-মস্তিষ্কের মাপকাঠিতে। মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে ফতোয়া নাও, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে।" *(আহমাদ, দারেমী, সহীহুল জামে' ৯৪৮ নং)*

১৩। আহলে হাদীস আবার হাদীস-বিরোধী!?

এম. এম. রশিদী তথা মুফতী ইব্রাহীম কাসেমী সাহেব কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকায় বলা হয়েছে, 'ইসলামের শত্রুরা মুসলমানের ইমান নষ্ট করতে নামাজ শিক্ষাতেও হামলা চালিয়েছে।' অথচ যদি বলা হতো, 'হানাফী মযহাবের শত্রুরা হানাফীদের মযহাব নষ্ট করতে নামাজ শিক্ষাতেও হামলা চালিয়েছে', তাহলেই সেটা ছিল হক কথা। কারণ আহলে হাদীসদের নামায-শিক্ষার বইয়ে ঈমান-বিরোধী কোন কথা নেই, থাকলে তাঁদের মযহাব-বিরোধী কথা অবশ্যই আছে, আর তা আছে সহীহ হাদীসকে ভিত্তি ক'রে। কারণ ইমাম সাহেব বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' অবশ্য একই সাথে কাদিয়ানীদের কথা পাশাপাশি উল্লেখ ক'রে তাঁরা আরো বড় অন্যায় করেছেন, যার বিচার হবে কিয়ামত-কোর্টে।

একই স্থলে তাঁরা সতর্কবাণী লিখেছেন, 'স্মরণ রাখা দরকার ডাঃ জাকির নায়েক আহলে হাদিসের অনুসারী। তাই তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এমন কিছু মাসআলা মাসায়েল পাওয়া যায় যা কুরআন ও হাদীস বিরোধী।'

আসলে সত্যের দিকে শিক্ষিত মানুষদের অনুধাবন দেখে তাঁদের টনক নড়েছে। তাই এত সতর্কবাণী প্রচার। আর তাতে শুধু অপবাদ ছাড়া আর কী আছে?

আসলে আহলে হাদীসদের মাসায়েল কুরআন-হাদীস বিরোধী নয়, বরং মযহাবীদের মযহাব বিরোধী অথবা যয়ীফ বা জাল হাদীস-বিরোধী। যারা সহীহ হাদীস মেনে চলার শতভাগ চেষ্টা করে, তারা কি কুরআন-হাদীসের বিরোধী সমাধান দিতে পারে?

উদাহরণ স্বরূপ জনসাধারণের বিদিত কিছু নমুনা মূল পুস্তিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

তাছাড়া এই শ্রেণীর বিরোধিতা তো খোদ মযহাবীদের মাঝেই রয়েছে। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাসায়েল কি কুরআন-হাদীস বিরোধী, নাকি হানাফী মযহাব-বিরোধী? খোদ হানাফী মযহাবেও এমন বিতর্কিত বহু মাসায়েল আছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ঃ-

০১) যে কোন ভাষায় নামাযের সূরা (কেরআত) পড়লে ইমাম আবু হানিফার মতে উত্তম যদিও সে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে তা নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খন্ডের ১০২ পৃঃ)

০২) আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যে সকল মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছেন সে সকল মেয়েদেরকে কেউ বিবাহ করলে ও যৌন ুধা মিটালে ইমাম আবূ হানিফার মতে কোন হদ (শাস্তির) প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে হদ দিতে হবে।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খন্ডের ৫১৬ পৃঃ)

০৩) রোগ মুক্তির জন্য হারাম জানোয়ারের প্রস্রাব পান করা ইমাম আবূ হানিফার মতে হারাম কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে হালাল।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খন্ডের ৪২ পৃঃ)

০৪) কুয়ার ভিতর ইঁদুর পড়ে মরে গেলে ঐ কুয়ার পানি দ্বারা অযু করে নামায পড়লে ইমাম আবু হানিফার মতে নামা হবে কিন্তু শাগরেদদ্বয়ের মতে নামায হবে না।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খন্ডের ৪৩ পৃঃ)

০৫) কোন ব্যক্তি যদি কো স্ত্রীর মল দ্বারে যৌন ুধা মিটায় তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে কোন কাফফারার (শাস্তির) প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে কাফফারা দিতে হবে।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খন্ডের ৫১৬ পৃঃ)

০৬) ইমাম আবূ হানিফার মতে ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হতে আসরের নামাযের সময় আরম্ভ হয় কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে ছায়া একগুণ হওয়ার পর হতেই আসরের সময় আরম্ভ হয়।

(হিদায়ার ১২৯৯ হিঃ৯মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খন্ডের ৬৪ পৃঃ)

০৭) ফারসি ভাষায় তাকবীর বলে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসূফের মতে জায়েয, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খন্ডের ১০১ পৃঃ)

০৮) খেজুর ভিজানো পানি যাতে ফেনা ধরে গেছে এরূপ পানিতে অযু করা ইমাম আবূ হানিফার মতে জায়েজ কিন্তু

ইউসুফের মতে হালাল নয়।

(হিদায়ার ১২৯৯ হিঃ মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খন্ডের ৩০ পৃঃ)

০৯) ইমাম আবূ হানিফার মতে নামাযে সিজদার সময় নাক অথবা কপাল যে কোন একটি মাটিতে ঠেকালেই নামায হবে। কিন্তু মুহাম্মাদের মতে জায়েয হবে না। নাক কপাল দুটোকেই ঠেকাতে হবে।

(হিদায়ার ১২৯৯ হিঃ মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খন্ডের ৯০ পৃঃ)

(ধন্যবাদের সাথে 'ফেসবুক' থেকে সংগৃহীত)

রশিদী সাহেব লিখেছেন, 'মাওলানা ইসহা (রঃ) এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, যারা মাযহাব মানে না তারা গুমরাহ এবং পথভ্রষ্ট।

এরপর উক্ত ফতওয়াটি মক্কা ও মদিনা শরীফ থেকে সংগৃহীত ফতওয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ পায়।'

মক্কা-মদীনার নাম দিয়ে রশিদী সাহেব ফতোয়াকে ওজনদার করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে তো সে যুগের কথা, যখন কা'বা চত্বরে চার মযহাবের চারটি পৃথক পৃথক মুসাল্লা বিছানো ছিল। বর্তমানে মক্কা-মদীনার মুফতী সাহেবদের অনুরূপ ফতোয়া নিয়ে পুস্তিকাটিকে সমৃদ্ধ করতে পারলে তবেই না উদার মনের মানুষেরা আপনার অপপ্রচারে কান দিত।

কিন্তু সে গুড়ে বালি। আর তাতেই তাঁদের এতো ক্ষোভ ও বিষোদ্গার।